সমকাল

তারিখ ... 02 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

বাকৃবিতে ছাত্রলীগে দ্বন্দ্ব পিটিয়ে নেতাকে হত্যা

■ ময়মনসিংহ ব্যুরো/বাকৃবি সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) নিজের সংগঠনের নেতাকর্মীদের হামলায় নিহত হয়েছেন ছাত্রলীগের এক নেতা। সোমবার রাতে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত আশরাফুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ ইবনে মমতাজ গতকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। সাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশরাফুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

নিহত সাদ

সাদের মৃত্যুর খবরে সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন ■ সমকাল

বাকৃবিতে ছাত্রলীগে দ্বন্দ্ব, পিটিয়ে নেতাকে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের স্নাতক শেষ বর্ষের ক্লাস প্রতিনিধি ছিলেন। আসন্ন অনুষদীয় সহ-সভাপতি নির্বাচন ও গত রোববারের ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে বিরোধের জেরে ছাত্রলীগের সুজয় ও রোকনুজ্জামান এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে সাদের সহপাঠীরা জানান। 'ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার ও ছাত্রত্ব বাতিলের দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অনুষদীয় সহ-সভাপতি নির্বাচন ও গত রোববারের ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে সাদের সহপাঠী একই হলের ছাত্রলীগ নেতা সুজয় কুমার কুণ্ডু ও রোকনুজ্জামানের মনোমালিন্য হয়। এর জের ধরে সোমবার সন্ধ্যার দিকে আশরাফুল হক হলের ২০৫ নম্বর রুমে সাদকে ডেকে এনে স্টাম্প, লাঠি, রড দিয়ে মারধর করা হয়। আহত সাদকে বাকৃবি হেলথ কেয়ার সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাত ৯টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। মঙ্গলবার ভোরে হাসপাতালে সাদকে পাওয়া যায়নি। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিপরীতে ট্রমা মেডিকেল সেন্টারের বারান্দায় সাদকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে সাদকে ট্রমা সেন্টারে কে নিয়ে যায় তা জানা যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ড. আবুল কালাম আজাদ জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে আশরাফুল হক হলে সাদের ওপর হামলার খবর পেয়ে একজন সহকারীকে নিয়ে সেখানে যাই। পরে সাদকে ৯টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সাদকে রাত ৯টার দিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তার হাতে ও পায়ে জখমের দাগ ছিল। এ সময় আশরাফুল হক হলের গাইডার্সের ছাত্র মিজানুর রহমান তার সঙ্গে ছিলেন। মিজান জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাদের অবস্থা উন্নতির দিকে জানালে তিনি হলে ফিরে যান। বেসরকারি ক্লিনিক ট্রমা সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানায়, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ৩-৪ যুবক সাদকে চিকিৎসার জন্য ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসে। মারামারির ঘটনা শুনে কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করেনি। অবশ্য রোগীর অবস্থা খুব খারাপ দেখে সুস্থতার জন্য একটি স্যালাইন দেওয়া হয়। সেখানে সাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সঙ্গীয় যুবকরা দ্রুত পালিয়ে যায়। আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট ড. মো. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি চিঠি দিয়েছেন। বাকৃবির প্রক্টর ড. শহীদুর রহমান খান সাংবাদিকদের জানান, সাদ ছাত্রলীগ করত। তাকে ছাত্রলীগের কর্মীরাই মেরেছে বলে জানা গেছে। প্রক্টর সাংবাদিকদের বলেন, শুনেছি সাদকে ছাত্রলীগের কর্মীরা মেরেছে। সেও ছাত্রলীগ নেতা ছিল। তবে সাদকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর মৃত্যু ঘটেছে বলে তিনি জানান। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

এ বিষয়ে আশরাফুল হক হলের প্রভোস্ট ড. মো. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছি।

এ ঘটনায় অধ্যাপক ড. মহসীন আলীকে প্রধান করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটিকে ৭ কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার ওসি গোলাম সারওয়ার জানান, ময়নাতদন্তের জন্য সাদের লাশ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রমা মেডিকেল সেন্টারের ব্যবস্থাপকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সাদের বাবা মমতাজ উদ্দিন বলেন, আমি কোনো মামলা করব না। কেননা এর বিচার পাওয়া যাবে না। বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খান বাবু বলেন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্যের ঘটনায় হাতাহাতি হয়েছে। তাকে যখন মেডিকেলে ভর্তি করা হয়, তখন সে সুস্থ ছিল। তবে সকালে কে বা কারা তাকে বের করে নিয়ে যায়, পরে তার মৃত্যু সংবাদ পাই।

সাদের বাড়ি রাজশাহীর রাজপাড়ার লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া গ্রামে। তার বাবা মমতাজ উদ্দিন, মা সাদমা আক্তার। তিনি রাজশাহীর নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০১০ সালে এইচএসসি পাস করে বাকৃবিতে ভর্তি হন। তিনি তার বাবা-মায়ের তিন ছেলের মধ্যে সবার ছোট।